উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

- বর্ষ ২০২৪
- সংখ্যা ০২
- এপ্রিল - জুন

প্রকাশনার ২৩ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

গ্রামীণ জীবিকা উন্নয়নে ঘাসফুলের উপকারভোগী সদস্য

৫০ জন প্রান্তিক কৃষক পেলেন সাউথইস্ট ব্যাংকের অনুদান

গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে ঘাসফুলের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্যাংকটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষকদের চাষাবাদ ও কৃষি-যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহায়তা প্রদান করছে।

তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ মে ২০২৫ তারিখে ঢাকায় সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি'র প্রধান কার্যালয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঘাসফুলের উপকারভোগী দুইজন প্রান্তিক কৃষকের হাতে প্রতীকী অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুদ্দিন মো. ছাদেক হোসাইন।

চেক গ্রহণ করেন ঘাসফুলের উপকারভোগী সদস্য ও অনুদানপ্রাপ্ত কৃষক - চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার বাসিন্দা মো. হোসেন এবং মো. ইয়াছিন। এধরণের সহায়তার মাধ্যমে তারা কৃষিকাজ সম্প্রসারণ, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহে সহায়তা পাবেন।

◢ বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

ঘাসফুল ফিন্যান্স ও অডিট কমিটির ২১ ও ২২তম সভা সম্পন্ন

অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ও ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

ঘাসফুল ফিন্যান্স ও অডিট কমিটির ২১ ও ২২তম সভা (২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় ও ৩য় সভা) ৫ মে ও ১০ জুন ২০২৫ তারিখে ভার্চুয়ালি "জুম" অ্যাপসের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা ঘাসফুলের অর্থনৈতিক কার্যক্রম, অডিট প্রক্রিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ফিন্যান্স ও অডিট কমিটির আহবায়ক এবং ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি শিব নারায়ন কৈরী। কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম-আহবায়ক ও নির্বাহী কমিটির কোষাধ্য কে.এ.এম. মাজেদুর রহমান, নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, সাধারণ পরিষদ সদস্য কবিতা বড়ুয়া ও সমিহা সলিম, এবং কমিটির সেক্রেটারি ও উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মারুফুল করিম চৌধুরী।

এছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারি পরিচালক সাদিয়া রহমান এবং অডিট ও মনিটরিং বিভাগের ব্যবস্থাপক ওয়াহিদ জাবের চৌধুরী।

সভায় প্রধানত আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফিন্যান্স রিপোর্ট ও বাজেট প্রণয়ন, অডিট প্রক্রিয়া ও অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা, ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের তদারকি ও আর্থিক স্বচ্ছতা উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত কর্মপন্থা, ফিন্যান্স ও অডিট কমিটির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও নীতিমালা,

কমিটির সদস্যরা সভায় অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা ঘাসফুলের দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমকে আরও দৃঢ় ও টেকসই করবে।

এনজিও প্লাটফর্মের মার্কেটপ্লেসে উন্নয়ন মেলায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণ;

প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের পণ্য ও প্রকাশনা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের পরিচয়

গত ২৩ এপ্রিল, ২০২৫ হোটেল বেস্ট ওয়েস্ট্রানে অনুষ্ঠিত এনজিও প্লাটফর্মের মার্কেটপ্লেসে উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করে ঘাসফুল। ঘাসফুলের স্টলে প্রদর্শিত হয় সংস্থার বিভিন্ন প্রকাশনা এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য, যা প্রান্তিক উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় নারীদের সাফল্যের গল্প তুলে ধরে।

মেলায় ঘাসফুলের স্টল পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (উপসচিব) আবু সালেহ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, সুইজারল্যান্ডের শরণার্থী বিষয়ক কর্মকর্তা ইরিফ, সুইডেনের ম্যাকিল, নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল, কক্সবাজার প্রতিনিধি মাহাদি মাহমুদ, সেভ দ্যা চিলড্রেন কক্সবাজারের আঞ্চলিক পরিচালক মাহিন নেওয়াজ চৌধুরী এবং রেড ক্রিসেন্টের কক্সবাজার প্রোগ্রাম হেড রেজাউল করিম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এনজিও প্লাটফর্মের ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর আহছান উদ্দৌলা, সমন্বয়কারী আমির হোসেন এবং পালসের নির্বাহী সাইফুল ইসলাম চৌধুরী কলিম।

ঘাসফুলের প েঅনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম এবং প্রোগ্রাম সুপারভাইজার সৌরভ হায়দার শাওয়াল। অতিথিরা ঘাসফুলের কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচিত হন এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমে সংস্থার সামাজিক ও অ র্থ ৈ ন তি ক কার্যক্রমের প্রভাব দেখতে পান।

মেলায় অংশগ্রণের মাধ্যমে ঘাসফুলের প্রন্তিক জনগোষ্ঠী ও নারী উদ্যোক্তাদের মতায়ন, দতা উন্নয়ন এবং সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দৃঢ় হয়। এধরণের প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ সংস্থাটিকে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রমকে আরও দৃশ্যমান এবং সমৃদ্ধ করার সুযোগ দেয়।

দিবস উদযাপন

"শিশুশ্রম বন্ধ করি, প্রতিশ্রুতি রা করি"- চট্টগ্রামে পালিত হলো বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৪

র‍্যালি ও সচেতনতা প্রচারণার মাধ্যমে শিশুশ্রম প্রতিরোধে সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান

চট্টগ্রামে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন উপলক্ষে ১২ জুন, ২০২৪ সকাল ১১টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য সচেতনতা র‍্যালি আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি আয়োজন করে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদ-চট্টগ্রাম এবং বিভিন্ন এনজিও। র‍্যালির উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) এ.কে.এম. গোলাম মোর্শেদ খান। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শ অধিদপ্তর-চট্টগ্রামের উপ-মহাপরিদর্শক শিপন চৌধুরী, ওয়ার্ল্ডভিশন, ঘাসফুল, ইপসাসহ চট্টগ্রামে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও'র প্রতিনিধি এবং শ্রমজীবী শিশু ও স্থানীয় জনগণ। র‍্যালির মাধ্যমে শিশুদের অধিকার, তাদের সুরা এবং শিশুশ্রম বন্ধে সমাজের সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

- ✦ চট্টগ্রামে পালিত হলো বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৪।
- ✦ ঘাসফুলসহ বিভিন্ন এনজিও অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সচেতনতা প্রচারণা।
- ✦ চট্টগ্রামের কাজীর দেউড়ি মোড়ে "পরিবহন সেক্টরে শিশুশ্রম না বলুন" স্টিকার বিতরণ।
- ✦ সমাজে শিশুশ্রম বন্ধ ও শিশু অধিকার রায় সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান।
- ✦ মূল বার্তা: শিশুশ্রম বন্ধ করি, প্রতিশ্রুতি রা করি।

◢ বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

৫০ জন প্রান্তিক কৃষক পেলেন সাউথইস্ট ব্যাংকের অনুদান.... ১ম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি), এসএমই বিভাগের প্রধানসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু এবং এরিয়া ম্যানেজার মো. নাজিম উদ্দিনসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচির অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি'র সিএসআর ফান্ড থেকে ঘাসফুলের মোট ৫০ জন প্রান্তিক কৃষক জনপ্রতি ২৫,০০০ টাকা করে মোট ১২,৫০,০০০ টাকা (বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) অনুদান পাচ্ছেন। এই অর্থ সরাসরি প্রতিটি উপকারভোগীর নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হবে।

ঘাসফুল দীর্ঘদিন ধরে দেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি নারী ও যুব উদ্যোক্তা গ্রষ্টি, কৃষি উন্নয়ন এবংক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রসারে সফলভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে। সাউথইস্ট ব্যাংকের এই সহযোগিতা ঘাসফুলের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে এবং প্রান্তিক কৃষকদের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

> **“ সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি'র সিএসআর সহায়তায় ঘাসফুলের ৫০ জন প্রান্তিক কৃষক প্রত্যেকে ২৫,০০০ টাকা করে অনুদান পেয়েছেন- যা সরাসরি তাদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ কেবল আর্থিক সহায়তা নয়, এটি কৃষকদের আত্মনির্ভরতা ও টেকসই জীবিকার পথে এক বাস্তব পদপে। দীর্ঘদিন ধরে ঘাসফুল দেশের গ্রামীণ উন্নয়ন, নারী ও যুব উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং টেকসই কৃষি বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। সাউথইস্ট ব্যাংকের এই সহযোগিতা ঘাসফুলের প্রচেষ্টাকে আরও গতিশীল করবে এবং প্রান্তিক কৃষকদের জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।**

“কৃষিই সমৃদ্ধি” শ্লোগানকে সামনে রেখে নওগাঁতে অনুষ্ঠিত কৃষি প্রযুক্তি মেলা

উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষির দক্ষতা বৃদ্ধিতে ঘাসফুলের প্রদর্শনী সাড়া জাগিয়েছে

"কৃষিই সমৃদ্ধি"- শ্লোগানকে সামনে রেখে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত ২৪-২৬জুন, তিনদিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মেলায় ঘাসফুলের কারিগরি সহযোগিতায় অর্জুনপুর মিশ্র বাগানের একটি স্টল প্রদর্শন করা হয়। স্টলে বিভিন্ন প্রজাতির আম ও আমগাছের চারা, ড্রাগন, আমলকি, ভার্মি কম্পোস্ট, ট্রাইকো কম্পোস্ট প্রদর্শন করা হয়। কৃষিকে প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে কিভাবে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায় তাও প্রদর্শন করা হয়। উক্ত মেলায় ৫৪টি স্টল অংশগ্রহণ করে।

নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইমতিয়াজ মোর্শেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষি প্রযুক্তি মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ-চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ, নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ কামরুল হাসান। এছাড়াও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মেলা শেষে অংশগ্রহণকারী হিসেবে ঘাসফুলকে সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোঃ কোহিনূর ইসলাম, টেকনিক্যাল অফিসার মোঃ কামরুল হাসানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

নওগাঁয় আম মেলায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের "রপ্তানি যোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প" কর্তৃক আয়োজিত গত ২৬-২৮ জুন নওগাঁ সদর উপজেলা প্রাঙ্গণে তিনদিন ব্যাপী "আম মেলা - ২০২৪" এ ঘাসফুল অংশ নেয়। নওগাঁ জেলার জেলা প্রশাসক গোলাম মাওলা প্রধান অতিথি হিসেবে মেলা উদ্বোধন করেন এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আবুল কালাম আজাদ।

মেলায় নওগাঁ জেলার ঐতিহ্যবাহী ১৪০ প্রজাতির আম বিভিন্ন স্টলে প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও মেলায় কিছু বিদেশি প্রজাতির আমও প্রদর্শিত হয়। যেমন - অম্রপালি, বেনানা, থাই কাটিমন ইত্যাদি।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে এই সেক্টরের সকল স্টেকহোল্ডারদেও একসাথে কাজ করার আহবান জানান এবং তার প্রশাসন থেকে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

মেলায় ঘাসফুল দেশী ও বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির আম, আমেরচারা, প্রক্রিয়াজাত আম, পরিবেশবান্ধব কৃষি উপকরণ, বিভিন্ন যোগাযোগ সামগ্রী এবং সংগঠনের অন্যান্য কার্যক্রম প্রদর্শন করে।প্রধান অতিথি ও অন্যান্য সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ঘাসফুলের স্টল পরিদর্শন করেন এবং সংস্থার কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। বিশেষ করে উপ-পরিচালক (ডিএই) ঘাসফুলের সদ্যসমাপ্ত "সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)"-এর উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্সের জন্য প্রশংসা করেন। মেলায় অংশগ্রহণের জন্য ঘাসফুল প্রতিনিধিকে সম্মানসূচক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ) সাঈদুর রহমান খান, টেকনিক্যাল ম্যানেজার কুদরাত-ই-খোদা মোঃ নাসের এবং টেকনিক্যাল অফিসার এস এম কামরুল হাসান মেলায় ঘাসফুলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

শিশুশ্রম প্রতিরোধে এখনই জরুরি পদপে প্রয়োজন

"আমাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করি: শিশুশ্রম বন্ধ করি!"- এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ১২ জুন ২০২৪ সালে বাংলাদেশে পালিত হলো বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। প্রতিটি শিশুর শিক্ষা, খেলাধুলা এবং নিরাপদ বেড়ে ওঠার অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব।

বাংলাদেশেও শিশুশ্রম একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। শহরাঞ্চলের গার্মেন্টস, কল-কারখানা এবং গ্রামীণ অঞ্চলের কৃষিখাতে শিশুদের অংশগ্রহণ উদ্বেগজনক। শিশুদের কাজের পরিবর্তে শিক্ষা ও সৃজনশীলতার সুযোগ নিশ্চিত করতে এখনই জরুরি পদপে নেওয়া প্রয়োজন।

প্রতিটি শিশুর শিক্ষা, খেলা এবং নিরাপদ বেড়ে ওঠার অধিকার নিশ্চিত করতে আজকের দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, শিশুদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কতটা গুরুতর। এই বছরের প্রতিপাদ্য: "আমাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করি: শিশুশ্রম বন্ধ করি!"।

শিশুশ্রম শুধুমাত্র একটি সামাজিক সমস্যা নয়; এটি জাতীয় উন্নয়নের জন্যও বড় বাধা। শিশুদের কল-কারখানা, কৃষি কাজে বা রাস্তার কাজে প্রেরণ করা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। আর এই শিশুরাই একদিন দেশের ভবিষ্যতের নেতৃত্ব দেবে। তাই তাদের অধিকার রা করা আমাদের সকলের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

এ বিষয়ে আমাদের সে সকল জরুরি পদপেসমূহ নেয়া প্রয়োজন:

১. আইনগত বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করা:

শিশুশ্রম প্রতিরোধে আইন রয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়ন যথাযথ নয়। কল-কারখানা, গার্মেন্টস ও কৃষিখাতে শিশুদের কাজে নিয়োগের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শ্রম অধিদপ্তর ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে এই কাজে আরও সক্রিয় ও দ হতে হবে।

২. শিক্ষার সুযোগ সম্প্র"সারণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি:

শিশুশ্রমের প্রধান কারণ হলো অশিক্ষা ও দারিদ্র্য। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারেন শিশুশ্রম কতটা ক্ষতিকর।

৩. সমাজের সকল স্তরের অংশগ্রহণ:

শিশুশ্রম প্রতিরোধে শুধুমাত্র সরকার নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। শিক, সমাজকর্মী, মিডিয়া, এনজিও- সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা, সেমিনার ও প্রচারণা চালানো উচিত।

* ০৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
* ০১ মে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস
* ০৫ জুন পরিবেশ দিবস
* ১২ জুন শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

৪. বিকল্প কর্মসংস্থান ও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি:

যেখানে শিশুদের কাজ প্রয়োজনীয়তা মনে হয়, সেখানে পরিবারের জন্য বিকল্প আয় ও প্রশিণ ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ নিশ্চিত করতে, তাদের জন্য সুরতি ও সৃজনশীল পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

৫. জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই ২০২১-২০২৫ সালের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এটি কার্যকর করতে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকলের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুশ্রম শুধুমাত্র একটি আইনগত বা সামাজিক বিষয় নয়, এটি আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের প্রশ্ন। আজকের শিশুরা আগামীকালের নাগরিক, শিতি ও সচেতন শিশুরাই একটি শক্তিশালী জাতি গড়ে তুলতে পারে। আমাদের উচিত- শিশুদের হাতে বই, খেলনা ও শিক্ষার সুযোগ রাখা, শ্রম নয়।

১২ জুন ২০২৪-এর এই দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, শিশুশ্রম প্রতিরোধে একযোগে কাজ করা এখনই জরুরি। প্রতিটি শিশু শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং স্বপ্নের অধিকার পাবে, তবেই আমরা একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও মানবিক সমাজ গড়তে পারব।

বাংলাদেশের পরিবেশ ও জলবায়ুর সংকট: সময় এখন টেকসই পরিবর্তনের

বাংলাদেশ প্রকৃতির আশীর্বাদপুষ্ট এক ভূখন্ড। নদীমাতৃক এই দেশ একসময় তার অপরূপ সবুজ, উর্বর জমি ও জীবন্ত নদীর জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু সেই প্রকৃতি আজ কাঁদছে। একদিকে দ্রুত নগরায়ন, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিধ্বংসী প্রভাব - সব মিলিয়ে দেশের পরিবেশ আজ অভূতপূর্ব চাপে রয়েছে। গাছপালা হারিয়ে যাচ্ছে, নদী মরছে, প্রাণিকূল বিলুপ্ত হচ্ছে, আর মানুষের জীবনযাপনও ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

বিশ্ব জলবায়ু সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান বরাবরই ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় শীর্ষে। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা "গ্লোবাল কাইমেট রিস্ক ইনডেক্স"-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত দুই দশকে জলবায়ুজনিত দুর্যোগে বাংলাদেশে হাজারো প্রাণহানি ঘটেছে, কোটি কোটি মানুষ বাস্থচ্যুত হয়েছে এবং কৃষি ও অবকাঠামো খাতে ব্যাপক তি হয়েছে।

২০২৪ সালের শুরু থেকেই প্রকৃতি যেন তার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। মার্চ ও এপ্রিলের প্রচন্ড তাপপ্রবাহে রাজধানীসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মানুষ নাজেহাল হয়ে পড়ে। এ বছরের গ্রীষ্মকালে ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয় ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস - যা গত ৩০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই অস্বাভাবিক তাপমাত্রা শুধু শহরবাসীর নয়, দরিদ" শ্রমজীবী মানুষের জীবনকেও বিপর্যস্- করেছে। মাঠের কৃষক কাজ করতে পারছেন না, শ্রমিকেরা হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছেন, স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখতে হচ্ছে- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই জলবায়ুর অভিঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অন্যদিকে, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা প্রায় নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাওর অঞ্চলের মানুষ এখন বৃষ্টি দেখলেই ভয় পায়, কারণ সেই বৃষ্টি কখন ভয়াবহ বন্যায় রূপ নেবে কেউ জানে না। সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, লালমনিরহাট- প্রায় সব জেলাতেই ২০২৪ সালের বর্ষা মৌসুমে কয়েকবার করে জলাবদ্ধতা ও বন্যায় ফসলহানি ঘটেছে। শুধু কৃষি নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতেও এর প্রভাব পড়েছে। শত শত স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, হাজারো শিশু তাদের বই ও পড়াশোনা হারিয়েছে, অনেকেই আবার আর কখনো স্কুলে ফিরতে পারেনি।

উপকূলীয় অঞ্চলের চিত্র আরও ভয়াবহ। সাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে খুলনা, সাতীরা, ভোলা ও বরগুনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল কৃষি উৎপাদনের উপযোগিতা হারাচ্ছে। চিংড়ি চাষের কারণে ভূমি ও পানির লবণাক্ততা আরও বেড়েছে। নারীরা মিঠা পানি সংগ্রহে প্রতিদিন মাইলের পর মাইল হাঁটছেন। পরিষ্কার পানির অভাবে তারা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এটি এখন কেবল পরিবেশগত সংকট নয়, মানবিক বিপর্যয়ে রূপ নিচ্ছে।

নদী ও বনভূমিও আজ হুমকির মুখে। রাজধানী ঢাকার চারপাশের নদীগুলো দূষণে মৃতপ্রায়, শিল্পবর্জ্য ও প্লাস্টিক বর্জ্যে নদীগুলোর প্রাণ ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড় কেটে তৈরি হচ্ছে ইটভাটা ও অবৈধ বসতি, ফলে পাহাড় ধসে প্রাণহানি বেড়েছে। সুন্দরবন-যে বন একসময় আমাদের প্রাকৃতিক ঢাল ছিল - যা এখন ঝুঁকির মধ্যে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় বনটির প্রাণবৈচিত্র মারাত্মকভাবে তিগ্রস্থ হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের এই বহুমাত্রিক প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছে। "বাংলাদেশ কাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান" এবং "জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP)" ইতিমধ্যে বাস্তবায়নের পথে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন ল্যমাত্রা অর্জনের অংশ হিসেবে কার্বন নির্গমন হ্রাস, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এখনো গতি আসেনি।

সবচেয়ে বড় ঘাটতি রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি ও জনগণের অংশগ্রহণে। দুর্যোগের পর ত্রাণ দেওয়া হলেও আগাম অভিযোজন ও পরিকল্পনা প্রায় অনুপস্থিত। এখনই প্রয়োজন প্রতিটি অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু সহনশীল পরিকল্পনা। উত্তরাঞ্চলে খরা ও বন্যা মোকাবেলা, দক্ষিণে লবণাক্ততা ও ঝড়-জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধ, আর শহরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সব ক্ষেত্রেই সমন্বিত উদ্যোগ দরকার।

পরিবেশ রার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো জনগণের সচেতনতা। নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একসাথে কাজ করতে হবে। স্কুল পর্যায়ে জলবায়ু শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে, যাতে আগামী প্রজন্ম বুঝতে পারে প্রকৃতি কেবল উপভোগের বস্থ নয়, এটি আমাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন।

একই সঙ্গে বড় শিল্পকারখানাগুলোর দূষণ নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারি প্রয়োজন। নদী দখল ও বর্জ্য ফেলার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে-বিশেষ করে সৌর ও বায়ু শক্তি ব্যবহারে। কৃষিতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, শহরে সবুজ ছাদ ও নগর উদ্যান বৃদ্ধি, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন-এসব উদ্যোগ এখন সময়ের দাবি।

বাংলাদেশ তার ইতিহাসে প্রমাণ করেছে যে, সীমিত সম্পদ দিয়েও বড় পরিবর্তন সম্ভব। আমরা যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগে হার মানিনি, তেমনি জলবায়ুর এই বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে পারব-যদি আমরা একত্রে কাজ করি, সচেতন হই, এবং প্রতিটি নীতিতে পরিবেশকে অগ্রাধিকার দিই।

কারণ, পরিবেশ রক্ষা মানে কেবল বন সংরণ নয়-এটি মানুষের জীবন, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা। এই পৃথিবী আমাদের নয়, এটি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে ধার নেওয়া। তাই এখনই সময়- প্রকৃতির সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তোলার, উন্নয়নকে টেকসই পথে পরিচালিত করার, আর এক সবুজ, নিরাপদ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার।

নওগাঁয় ঘাসফুল পরিচালিত এতিম শিশুদের লালন-পালনে ব্যতিক্রমধর্মী মডেলের মানবিক কার্যক্রম

Foster Children Care Center এর শিশুদের ঈদ উপলক্ষ্যে সেমাই ও চিনি প্রদান

০৩ এপ্রিল ঘাসফুল কর্তৃক নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নে উত্তরবাড়ি এলাকায় Foster Children Care Center এর শিশুদের ঈদ উপলক্ষ্যে প্রত্যেক শিশুকে ১ কেজি চিনি ও ১ প্যাকেট করে সেমাইসহ মোট ৯ কেজি চিনি ও ৯ প্যাকেট সেমাই প্রদান করা হয়। উক্ত সেমাই চিনি বিতরণ অনুষ্ঠানে ৩ জন ছেলে এবং ৬ জন মেয়ে সহ মোট ৯ জন শিশু, তাদের অভিভাবক, স্থানীয় এলাকাবাসি ও গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলাম, শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ শহিদুল ইসলাম, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল্লাহ আল মারুফ, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আলপনা হক, নিয়ামতপুর, নওগাঁসহ নিয়ামতপুর ইউনিয়নে নিয়োজিত ঘাসফুলের সকল কর্মীবৃন্দ।

Foster Children Care Center এর স্বজনহারা শিশুদের ঈদের পোষাক ও নগদ অর্থ প্রদান

গত ০২ এপ্রিল, অনাড়ম্বর এক অনুষ্টানের মাধ্যমে Foster Children Care Center এর শিশুদের ঈদের পোষাক, উন্নতমানের খাবার ও মাতৃস্নেহে লালন পালন করার জন্য প্রত্যেক শিশুর পালিত পরিবারকে ৩,০৪০/- টাকা করে মোট ২৭,৩৬০/- টাকা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৪নং নিয়মতপুর ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ বজলুর রহমান নঈম, অভিভাবকগণ, ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলামসহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।শিশুদের এমন নির্মল আনন্দেসকলেই ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল সংবাদ

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল কমিটির ১১তম সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের চান্দগাঁওস্থ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে গত ২৫ মে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল পরিচালনা কমিটির ১১তম (২০২৩-২০২৪/১ম) সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. জয়নাব বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন স্কুল পরিচালনা কমিটির সম্পাদক মাহমুদা আক্তার, সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, পারভীন মাহমুদ এফসিএ, কবিতা বড়ুয়া ও আফতাবুর রহমান জাফরী। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান ও এসডিপি'র সহকারী পরিচালক রব্বানী বসুনিয়া প্রমুখ।

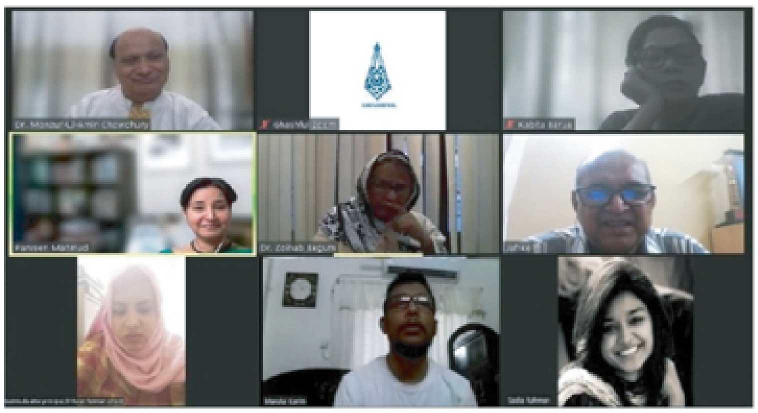

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র সংবাদ

নিয়মিত কার্যক্রম

গত তিন মাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৮৯%। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আঁকা, সচেতনতামূলক কাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়।

শিক্ষকদের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির ২০টি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে গত তিন মাসে সংস্থার ঢাকা অফিসে ৩টি রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। রিফ্রেশার্স ট্রেনিং এ শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির মান উন্নয়ন, শিক্ষাদানের নতুন নতুন কৌশল, শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, রিফ্রেশার্স ট্রেনিংএ সংস্থার সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী উপস্থিত থেকে শিক্ষকদের সাথে কৌশল বিনিময় করেন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ট্রেনিংগুলো পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার ও ব্র্যাকের ইউপিএম মোঃ মোশারফ হোসেন।

অভিভাবক সভা সম্পন্ন

নিরর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে গত জুন মাসে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের চিফ অফ পাটি মাহমুদ হাসান, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা ম্যানেজার, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ও শিক্ষকগণ। সভায় অভিভাবকরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য আমরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় গত তিন মাসে ২০টিশিখন কেন্দ্রে ০১টি করে মোট ২০টি সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার, অভিভাবক, স্থানীয়সরকার প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করে।

নির্ভীক রুপালি: এক সংগ্রামী শিশুর গল্প

ঢাকার ব্যস্ত মোহাম্মদপুরে এক ছোট্ট মেয়ের স্বপ্নে ভরা চোখ। তার নাম রুপালি আক্তার। বয়স মাত্র ১২ বছর, কিন্তু তার জীবনের গল্প প্রমাণ করে, বয়স ছোট হলেও মন ও সাহস বড় হতে পারে।

রুপালির জন্ম গোপালগঞ্জের এক ছোট গ্রামে। চার মেয়ের মধ্যে সে বড়। তার বাবা, রইস উদ্দিন, মৌসুমী ব্যবসায়ী; মা, রানী বেগম, ঢাকার বিভিন্ন বাসায় কাজ করে সংসার চালান। জীবনের প্রথম ধাক্কা আসে ছোটবেলায়। দাদা-দাদী রইস উদ্দিনকে পুনর্বিবাহের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেন, কারণ তার কোনো ছেলে ছিল না। ফলে মা রানী বেগম তার চার মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। বাবা তাদের সঙ্গে আর কোনো খোঁজ-খবর রাখেননি।

রুপালি এখন শহরের গার্মেন্টস খাতে কাজ করছে। সে শ্যামলীর 'স্বর্ণলতা' গার্মেন্টস-এ সুতা কাটার কাজ করে। প্রতিদিন সকাল থেকে গার্মেন্টসে কাজ করে, বিকেল ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঘাসফুল শিখন কেন্দ্রে পড়াশোনা করে। রুপালির জীবনের প্রতিটি দিন ভরা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গল্প।

তার জীবনের গল্প শুধু সংগ্রামের নয়, স্বপ্নেরও। সে ছোটবেলা থেকেই বুঝেছে, শিক্ষা ছাড়া জীবনের গতি থমকে যায়। তাই কাজের পাশাপাশি পড়াশোনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

আরাপচারিতায় রুপালি স্মৃতিকাতর হয়ে বলে,

"আমরা চার বোন। মায়ের কোনো ছেলে না হওয়ায় দাদা-দাদী বাবাকে আবার বিয়ে করান। এরপর মা আমাদের নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। বাবা আমাদের কোনো খোঁজ-খবর নেয় না। আমি চাই গার্মেন্টসের কাজ ছেড়ে বড় কিছু করতে। ঘাসফুলে পড়াশোনা করে একদিন নিজের মিনি গার্মেন্টস খুলব। আর আমার তিন বোনকেও শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করে তুলব।"

ঘাসফুল শিখন কেন্দ্র রুপালিকে শুধু পড়াশোনার শিক্ষা দেয়নি, বরং জীবনকে সুন্দরভাবে চলার পাঠও দিয়েছে। এখানে সে শিখেছে: লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশ, সামাজিক সচেতনতা, যেমন বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক সমস্যা থেকে সচেতন থাকা, দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা, যেমন সময়মতো কাজ ও পড়াশোনা সামলানো রুপালি মানুষ ছোট আর দারিদ্রপীড়িত হরেও তার স্বপ্ন অনেত বড়। সে বলে, "আমি ছোট, টাকা জমিয়ে কিছু সেলাই মেশিন কিনব। ঘাসফুলে শিখা জ্ঞান দিয়ে নিজেই একটি মিনি গার্মেন্টস চালু করব। আমার তিন বোনকেও দেখব যেন তারা ভালো শিক্ষা পায় এবং ভবিষ্যতে সফল হয়।"

দৃঢ় মনোভাব তার বক্তব্যে স্পষ্ট:

"আমার ভাই নেই, তাতে কি! আমি একজন ছেলের মতোই শিক্ষিত হয়ে মানুষ হতে চাই। কাজ করে নিজেকে ও সমাজকে আলোকিত করতে চাই। মেয়েরা সমাজ ও দেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারে; আমাদের অবহেলা করা ঠিক নয়।"

রুপালি ঘাসফুলের শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিয়ে বলে,

" এখানে শিক্ষকরা যত্ন নিয়ে পড়ান। তারা শুধু পড়াশোনা নয়, আমাদের সমাজের সমস্যার সঙ্গে সচেতন করেন। তারা শিখিয়েছেন সুন্দরভাবে চলতে ও ভাবতে। আমি ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞ।"

রুপালির গল্প আমাদের শেখায় যে, সংগ্রাম, অধ্যবসায় ও সাহস থাকলে সীমাবদ্ধতাও জয় করা সম্ভব। সে শুধু নিজের পরিবার নয়, পুরো সমাজের জন্য অনুপ্রেরণা। তার গল্প প্রমাণ করে, ছোটবেলায় শিখা স্বপ্ন একদিন বড় সম্ভাবনার আলো হতে পারে।

সে বলে "আমি চাই কাজ করি, পড়াশোনা করি, সমাজ ও দেশকে আলোকিত করি। মেয়েরা মতাবান, শুধু সুযোগের অপোয়।"

রুপালিদের বস্তিতে সে এখন শুধু একটি নাম নয়, সে একটি উদাহরণ। কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও আশা, অধ্যবসায় ও স্বপ্নের শক্তি কীভাবে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়-তার জীবন্ত উদাহরণ।

শোক সংবাদ

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র বড়বোন রোকেয়া বেগম ১২ এপ্রিল ২০২৪ চট্টগ্রামের একটি প্রাইভেট কিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও নাজাত কামনা করা হয়।

পিতৃবিয়োগ

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল ফেনী সদর শাখায় কর্মরত সাপোর্ট স্টাফ মোঃ আবদুল এর পিতা মোঃ নুর আলম গত ১১ মে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

ঘাসফুলএর সিনিয়র কর্মকর্তা ইবনুল আরাতের বাবা এ.টি.এম. নুরুল আলম গত ১৪ জুন ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

মাতৃ বিয়োগ

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল নওগাঁ জোনে কর্মরত নিয়ামতপুর এরিয়ার ব্যবস্থাপক মোঃ আনোয়ার হোসেনের মমতাময়ী 'মা' গত ২৯ এপ্রিল রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

Let's read! Be reading Champions! এর কার্যক্রমের আওতায় গল্প বলা অনুষ্ঠান সম্পন্ন

২৬ মে Let's read! Be reading Champions! শীর্ষক অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের নগেন্দ্র নাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

শিশু, কিশোর-কিশোরী ও অভিভাবকগণের অংশগ্রহণে গল্প বলা ও প্রশ্ন-উত্তর নিয়ে চার পর্বে সাজানো এই আয়োজনে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জহুরলাল দেবনাথ, সহকারী প্রধান শিক্ষক নাছিমা আকতার ও সাবেক প্রধান শিক্ষক রনজিৎ কুমার নাথ। দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ও ঘাসফুল'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নয়জন শিশু, কিশোর-কিশোরী ও দুইজন অভিভাবককে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে অভিভাবক ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক এই কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ঘাসফুল PRISE প্রকল্প সংবাদ

ঘাসফুল PRISE প্রকল্প'র দিনব্যাপি 'ট্রেড ওর্নাস-এমসিপিদের প্রশিণ'

সুবিধাবঞ্চিত কিশোরী ও যুবতীদের প্রশিণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রষ্টির লক্ষ্যে ইউনিসেফ-ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল চট্টগ্রাম আরবান ও আনোয়ারা উপজেলায় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গত ৯ মে প্রকল্পের প্রথম ব্যাচের দিনব্যাপী প্রশিণ চট্টগ্রাম ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের (ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচি) জেলা ব্যবস্থাপক তনুজ হালদার। উপস্তিত ছিলেন ঘাসফুলের ব্যবস্থাপক (এডমিন) সৈয়দ মামুনুর রশীদ ও প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার মোশফিকা খানম জেবা, নিবেদিতা পাল ও মিছবাহ উদ্দিন। প্রশিক্ষণে কর্মসূচির কর্মকর্তাসহ ২৮জন ট্রেড ওনার্স অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার মেখল, গুমান মর্দ্দন এবং নওগাঁ'র নিয়ামতপুরসহ তিনটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় ১৩ মে মেখল ইউনিয়নের পূর্ব মেখল পেশকার বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এবং ১৫ মে গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র ও ২৫ মে নিয়ামতপুর উপজেলার নিয়মিতপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে মেডিসিন, হৃদরোগ, মা ও শিশুরোগ, ডায়াবেটিকস, দন্ত এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসাসেবা প্রদানের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেখল ইউনিয়নের ২৮৮জন, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ২১২জন এবং নিয়ামতপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নে ২১০জনসহ মোট ৭১০জন রোগী বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। এছাড়া মেখল, গুমানমর্দ্দন ও নিয়ামতপুর ইউনিয়নে গত তিনমাসে ২১৮টি স্ট্যাটিক ও ৬০টি স্যাটেলাইট কিনিকের মাধ্যমে ৩৫৩৭জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ৯৯৭জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয় এবং ৪৪৪টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব আয়োজনে আয়রন ক্যাপসুল, ফলিক এসিড ও জিংক ৬৬৮৩টি, পুষ্টিকণা ১১৫১টি ও ক্যালসিয়াম (মিরাকেল) ৯২৫৫টি, কৃমিনাশক ৩১২৪টি বিতরণ করা হয়।

তিনটি ইউনিয়নে সম্পন্নকৃত স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প এ সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ইউনিয়ন সমন্বয়কারীগণ, কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

যুব প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

'স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো'

যুবদের টেকসই আত্ম-কর্মসংস্থান প্রষ্টির লক্ষ্যে ঘাসফুলের বাস্তবায়নে এবং পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় " স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬ মে গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন ও ১১ জুন মেখল ইউনিয়ন উভয় ইউনিয়নের ৫০ জন যুব নারী-পুরুষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রতিব্যাচে ২৫ জন করে মোট ২টি ব্যাচে মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কার্যালয়ে প্রশিক্ষণগুলো অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন সংস্থার পরিচালক (অপারেশন) মোঃ ফরিদুর রহমান, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোঃ আরিফ, মোঃ রিদওয়ান ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

এতে ৬ মে গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন ও ১১ জুন মেখল ইউনিয়ন উভয় ইউনিয়নের ৫০ জন যুব নারী-পুরুষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল এর আয়োজনে নিয়ামতপুর ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কার্যালয়ে গত ১২ জুন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সম্ভাব্য ও ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের ভার্মি কম্পোস্ট ও জৈব সার উৎপাদন বিষয়ক প্রশিণ প্রদান করা হয়। প্রশিণে ২৫ জন নারী অংশগ্রহণ করে। এতে প্রশিক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকতা মো: কামরুল হাসান,সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলামসহ কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ।

মেখল, গুমানমর্দ্দন ও নিয়ামতপুর ইউনিয়নে মা দিবস উদযাপন

১২ মে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মেখল, গুমানমর্দ্দন ও নিয়ামতপুর ইউনিয়নে 'মা দিবস ' উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাউদ্দীন চৌধুরী ও গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান। আলোচনা সভায় বক্তারা বিশ্বের সকল মাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন কোন মা-কে যেন বৃদ্ধাশ্রমে কেন্দ্রে যেতে না হয়, অবহেলা না করে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে দায়িত্ব -কর্তব্য পালন করার আহবান জানান এবং নিরাপদ সুস্থ জীবন কামনা করেন। র‍্যালি ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উভয় ইউনিয়নের ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আগত মা ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৪

"করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা—অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা"

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয় ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র এবং নিয়ামতপুর ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কার্যালয়ে গত ০৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল "করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা—অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা"। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নিয়ামতপুর উপজেলায় ১০০টি ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়।ইউনিয়নগুলোর র‍্যালী ও আলোচনা সভায় স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, যুব নারী-পুরুষ প্রতিনিধি, এলাকার সাধারণ নারী-পুরুষ ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণ

০৪ জুন গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এতে ইউনিয়নের ৪২জন শিশুশিক্ষার্থী, ৩০ জন যুব নারী-পুরুষ ও ১৩৫জন প্রবীণসহ মোট ২০৭জন বিজয়ীর মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। গুমানমর্দ্দন প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি এস এম সরওয়ার্দী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যন মোঃ মুজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঘাসফুল'র পরিচালক (অপারেশন) মোঃ ফরিদুর রহমান।

ঘাসফুল প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি সংবাদ

শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও সন্তান সম্মাননা, হুইল চেয়ার প্রদান

> বিশেষ সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাবঞ্চিত চলাফেরায় অক্ষম ৪ জন প্রবীণ নারী-পুরুষকে ৪টি হুইল চেয়ার, ১০ জন প্রবীণকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা ও ১০ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা হিসেবে সনদ ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি'র বিশেষ সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাবঞ্চিত চলাফেরায় অক্ষম ৪ জন প্রবীণ নারী-পুরুষকে ৪টি হুইল চেয়ার, ১০ জন প্রবীণকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা ও ১০ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা হিসেবে সনদ ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। গত ২৭ মে মেখল ইউনিয়নের ইছাপুর বাজারস্থ মরিয়ম আর্কেড কমিউনিটি সেন্টার ও ০৪ জুন গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী প্রেস কাব সভাপতি বাবু কেশব কুমার বড়ুয়া ও ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান। উভয় ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানগুলো সঞ্চালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ ও মোহাম্মদ রিদওয়ান।

বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিন মাসে মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ১৩৪জন প্রবীণকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা হারে মোট ১৯৯,৫০০/-(এক লক্ষ নিরান্নব্বই হাজার) টাকা বয়স্কভাতা ও ৫জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ২৪০ জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে বিডি রুরাল ওয়াশ ফর এইচসিডি প্রকল্পের ইউসিসি মিটিং ও স্টাফ ওরিন্টেশন সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন বিডি রুরাল ওয়াশ ফর এইচসিডি প্রকল্পের আওতায় গত ২১মে ঘাসফুল'র আয়োজনে হাটহাজারী ইছাপুর বাজারস্থ মরিয়ম আকের্ড-এ ইউসিসি মিটিং ও স্টাফ ওরিন্টেশন সভা সম্পন্ন হয়। সকালের অধিবেশন; ইউসিসিমিটিং-এ প্রকল্পের ১০টি সহযোগী সংস্থার মোট ২৯জন কমর্কতা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে; ঘাসফুল, আইডিএফ, মমতা, প্রত্যাশী, ইপসা, পদপে, ড্যাম ফাউন্ডেশন, উদ্দীপন, পেইজ, বিজ।

একই দিনে একই ভেনুতে বিকেলের অধিবেশনে বিডি রুরাল ওয়াশ ফর এইচসিডি প্রকল্পের স্টাফ ওরিয়েন্টশন সভায় পূর্বে উল্লেখিত ১০টি সংস্থার ৯৪জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করে।

ঘাসফুলের এরিয়া ম্যানেজার মোঃ নাজিমউদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ইউসিসি মিটিং ও স্টাফ ওরিয়েন্টশন সভায় বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ'র সিনিয়র আইভিসি (IVC) আজাহার প্রামানিক ও ঘাসফুল'র সহকারী পরিচালক মোঃ শামসুল হক। সভার বিরতিতে দুপুরবেলা পিকেএসএফ প্রতিনিধি ঘাসফুল কর্তৃক হাটহাজারী এলাকায় নতুন স্থাপিত স্যানিটারী ল্যাটিন পরিদর্শন করেন।

ঘাসফুলরুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফর্মেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) সংবাদ

ভ্যাকসিন কিনিক/হাব উন্নয়ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিন মাসে মান্দা উপজেলায় ১টি ভ্যাকসিন কিনিক/হাব উন্নয়ন করা হয়। এই ভ্যাকসিন কিনিক/হাব উন্নয়নের জন্য ৯,৮৪৫/- (নয় হাজার আটশত পয়ঁতাল্লিশ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

টিকাদান ও কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিন মাস নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলার নওগাঁ সদরে ২০টি, মান্দা উপজেলায় ২০ টি, বদল গাছিতে ১৮ টি, মহাদেবপুর ২০ টি এবং পত্নীতলায় ১৪ টি মোট ৯২ টি টিকাদান ও কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পেইনে প্রায় ৮৬,০২০ টি মুরগীকে টিকা প্রদান করা হয়।

উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক এলএসপিদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার এলএসপিদের হাতে কলমে ২৩টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট এলাকার এলএসপি ও উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তাগণ কমিউনিটিতে গিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে ৪০জন এলএসপি অংশগ্রহণ করেন।

ফিড প্রমোশনে ভতুর্কি/অনুদান

নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলার ১৬জন নারিশ পোল্ট্রি ফিড (হাঁস, মুরগি, কবুতর, কোয়েল ইত্যাদি) বিক্রেতার মাঝে মোট ২২২টন ফিড প্রমোশনের মোট ৫৫,৪১৬/- (পঞ্চান্ন হাজার চারশত ষোল টাকা) টাকা ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

পেকিন হাঁসের বাচ্চা ক্রয়ের জন্য খামারিকে প্রণোদনা প্রদান

আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে এক দিন বয়সী পেকিন হাঁসের বাচ্চা ক্রয়ের জন্য নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলার মধ্যে মহাদেবপুর উপজেলায় ০১জন, মান্দা - ০১ জন ও নজিপুর উপজেলায় ০১ জন মোট ০৩ জন খামারিকে প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

সোনালী মুরগীর (১০০) 'এ-গ্রেড'-এর বাচ্চা ক্রয়ে ভর্তুকি/অনুদান প্রদান

নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় বদলগাছি উপজেলায় ০৩জন, নজিপুর-০২, মান্দা-০৩, মহাদেবপুর-০৩ এবং নওগাঁ সদর-০২ উপজেলায় মোট ১৩ জন খামারীকে সোনালী মুরগীর (১০০) 'এ-গ্রেড'-এর বাচ্চা ক্রয়ের জন্য জনপ্রতি ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচ শত) করে টাকা মোট ৩২,৫০০/- (বত্রিশ হাজার পাঁচ শত) টাকা ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

দেশি মুরগির মডেল ঘর তৈরিতে ভর্তুকি/অনুদান প্রদান

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলার মধ্যে ০৫ জন দেশি মুরগির মডেল ঘর তৈরীর এলএসপিএর মাধ্যমে মোট ৮৯ জন উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে দেশি মুরগির মডেল ঘর তৈরিতে ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

পারিবারিক পর্যায়ে মিনি হ্যাচিং মেশিন ক্রয়ে ভর্তুকি/অনুদান

ঘাসফুল বাস্তবায়িত আরএমটিপি প্রকল্প উদ্যোগে গত তিন মাসে মহাদেবপুর উপজেলায় ০১জন এবং পত্নীতলা উপজেলায় ০১জন মোট ০২ জন উপকারভোগী মাঝে পারিবারিক পর্যায়ে মিনি হ্যাচিং মেশিন ক্রয়ের জন্য ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

Small Scale Egg Washing Hub উন্নয়ন

গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলায় এগ ওয়াশিং হাব উন্নয়নপূর্বক জাতীয় পর্যায়ে এ-গ্রেডের, পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ ডিম ভোক্তাদের মাঝে সরবরাহ করার জন্য ০১ টি Small Scale Egg Washing Hub উন্নয়ন করা হয়েছে।

পোল্ট্রি বিষয়ক প্রযুক্তিগত ও ব্যাবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার পাচঁটি উপজেলায় বদলগাছি - ২৪ জন, মান্দা-২৫জন মহাদেবপুর-৫০জন এবং নওগাঁ সদর-২৫জন মোট ১২৪ জন উদ্যোক্তাকে পোল্ট্রি বিষয়ক প্রযুক্তিগত ও ব্যাবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

এক নজরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণসমূহ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে মে পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ৫টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। প্রশিক্ষণগুলো অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাস্থ পিকেএসএফ ও সিডিএফ কার্যালয়ে।

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Safeguarding Training	২৮ এপ্রিল ২০২৪	১	Resources & support Hub
Financial Inclusion Training	০৫-০৯ মে ২০২৪	১	CDF
Microenterprise Management and financing Strategy	০৫-০৯ মে ২০২৪	১	PKSF
GPS –based Digital Reporting System	০৫ জুন ২০২৪	২	PKSF
Risk Management	০৮-১০ জুন ২০২৪	১	CDF

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম সংবাদ

নিয়মিত সেবা কার্যক্রম সম্পন্ন

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৪৩৮
টিকাদান কর্মসূচি	২৫৯
পরিবার পরিকল্পনা	৮৭০
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৩৪৩৫
হেলথ কার্ড	৬৯৭

ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
সাপাহার	২	২৯৬	৬৯	৩৪
নাচোল	১	৮৬	৮৬	০৫
সরাইগাছি	১	১০৭	১০৭	০৪
মোট	৪	৪৮৯	২৬২	৪৩

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায় নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে। গত তিনমাসে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার সাপাহার, নাচোল ও বদলগাছি শাখায় মোট ০৫টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

হাটহাজারীর গুমানমর্দনে অগ্নিকান্ডে তিগ্রস্থদের মাঝে ঘাসফুল'র ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

> "ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ১৩টি পরিবারের সদস্যদের মাঝে ১৯মে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।"

ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম হাটহাজারী স্থগুমানমর্দন ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড সফর আলীর বাড়ীতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ১৩টি পরিবারের সদস্যদেও মাঝে ১৯মে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান, ঘাসফুল এর পরিচালক (অপারেশন) মোঃ ফরিদুর রহমান, সহকারি পরিচালক মোঃ শামসুল হক, ইউপি সদস্য মোঃ আলী। এসময় ঘাসফুলের এরিয়া ম্যানেজার মোঃ নাজিমউদ্দিন, মোঃ ওসমান, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'ও সমন্বয়কারী মোঃ রিদওয়ান ও এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩০জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪২৭৭
সদস্য সংখ্যা	৮০,১৬৫
সঞ্চয় স্থিতি	৯২৮৮৭৫৪১৬
ঋণ গ্রহীতা	৫৬৫৬১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	২৯৪৮০০০৩৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	২৭১৬০৪৩৪২৬১
ঋণ স্থিতির পরিমান	২৩১৯৫৬৯৪৪১
বকেয়া	১২০৬১৫৫৩৫
শাখার সংখ্যা	৬০

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৬৬জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৩৩৯৪,২২০/-(তেত্রিশ লক্ষ চুরান্নব্বই হাজার দুইশত বিশ) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৯৪২৯৭২/- (নয় লক্ষ উনত্রিশ হাজার বাহাত্তর) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৩০৮০০০/- (তিন লক্ষ আট হাজার) টাকা।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২৩ বছর

Extended Community Climate Change Project (ECCCP) সংবাদ

ঘাসফুল ও আরডিআরএস-বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে ইনসেপশন ওয়ার্কশপ

নওগাঁর নিয়ামতপুরে পিকেএসএফ-এর সার্বিক সহযোগিতায় ঘাসফুল ও আরডিআরএস বাংলাদেশে এর যৌথ উদ্যোগে ৩০ মে স্থানীয় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে Extended Community Climate Change-Drought (ECCCP-Drought) Project বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এক ইনসেপশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মতিয়াজ মোরশেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী।

প্রধান অতিথি বলেন, ECCCP প্রকল্পটি এই বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য একটি সময় উপযোগী পদপে এবং আমি আশা করছি এটি এলাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ঘাসফুল এবং আরডিআরএস বাংলাদেশকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা সলিম
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

অনুষ্ঠানের সভাপতি বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীসহ সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে তিনি নিয়ামতপুর উপজেলার সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

ঘাসফুল ও আরডিআরএস এর ফোকাল পার্সন যথাক্রমে কৃষিবিদ কেএমজি. রাব্বানী বসুনিয়া ও ড. একেএম. সালাউদ্দিনের উপস্থাপনায় ওর্য়াকশপে প্রকল্পের সার্বিক দিক তুলে ধরেন পিকেএসএফ এর ECCCP-Drought প্রকল্প ব্যবস্থাপক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) জনাব রবিউজ্জামান । বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব কামরুল হাসান, সহকারী প্রকৌশলী (বিএমডিএ) জনাব হারুনুর রশীদ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী জনাব মাহমুদুল হাসান, নিয়ামতপুর ইউপি চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব বজলুর রহমান নঈম ও শ্রীমন্তপুর ইউপি চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব রফিকুল ইসলাম।

উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারি পরিচালক সাইদুর রহমান খান, এলাকা ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন, ECCCP-Drought প্রজেক্টের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, টেকনিক্যাল অফিসার প্রকৌশলী মোঃ মানিক খাঁ এবং ঘাসফুল ও আরডিআরএস এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org